5.4. বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব
(Different types of Unemployment)

কোন দেশে কর্মক্ষম ব্যক্তির সকলেই কাজ পায় না। যারা কাজ পায় না বা কাজ করে না তাদের বেকার বলা হয়। বেকারত্বকে আমরা প্রথমেই দুভাগে ভাগ করতে পারি। **স্বেচ্ছাকৃত বেকারত্ব** (Voluntary unemployment) এবং **অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব** (Involuntary unemployment)। প্রচলিত মজুরির হারে যারা কাজ করতে চায় না তাদের স্বেচ্ছাকৃত বেকার বলা হয়। সমাজে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি চলতি মজুরির হারে কাজ করতে চায় না। তারা স্বেচ্ছায় বেকার থাকে। আবার আরামপ্রিয় ধনী ব্যক্তি বা শিক্ষিতা গৃহবধূ বেকার থাকে কারণ তাদের কাজের কোন প্রয়োজন হয় না। স্বেচ্ছাকৃত বেকারত্বের সমস্যাটি অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয় না। অর্থনীতিতে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব। **যারা প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে চায় অথচ কাজ পায় না তাদের অনিচ্ছাকৃত বেকার বলা হয়।** সমাজের অধিকাংশ বেকারই অনিচ্ছাকৃত বেকার। এরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকে আরও নানাভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল ঃ

1. মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal unemployment)
2. বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Cyclical unemployment)
3. সংঘাতজনিত বেকারত্ব (Frictional unemployment)
4. কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব (Structural or Technological unemployment)
5. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised unemployment)

এই বিভিন্ন প্রকারের বেকারত্ব নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

◎ **মরশুমি বেকারত্ব :** অনেক সময় দেখা যায় কোন দ্রব্যের উৎপাদন একটি বিশেষ মরশুমে হয়ে থাকে। অন্য মরশুমে সেই দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ থাকে। যখন দ্রব্যের উৎপাদন চালু থাকে তখন সেই দ্রব্যের উৎপাদনে বেশ কিছু ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে। আবার যখন দ্রব্যটির উৎপাদন বন্ধ থাকে তখন সেই দ্রব্যের উৎপাদনে যারা নিযুক্ত ছিল তারা বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারত্বকে মরশুমি বেকারত্ব বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ অনুন্নত অর্থনীতির কৃষিক্ষেত্রের কথা ধরা যেতে পারে। যেখানে কৃষি প্রকৃতি-নির্ভর, যেখানে সেচের সুবিধা নেই সেখানে সারা বছর চাষের কাজ হয় না। যে সময়ে চাষের কাজ হয় সেই সময়েই কৃষি শ্রমিকরা কাজ পায়। আবার যে সময়ে চাষের কাজ হয় না সেই সময়ে কৃষি শ্রমিকরা বেকার থাকে। এই ধরনের বেকারত্বকে মরশুমি বেকারত্ব বলা হয়। মরশুমি বেকারত্ব যে শুধু কৃষিক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়। শিল্প ক্ষেত্রেও এই ধরনের মরশুমি বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চিনি কারখানায় সারা বছর কাজ হয় না। যখন আখ ওঠে তখন চিনির কারখানাগুলি চালু থাকে। বছরের অন্য সময় চিনির কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে বেশ কিছু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। তেমনি আইসক্রীম তৈরির কারখানা গ্রীষ্মকালে চালু থাকে। কিন্তু শীতকালে বন্ধ থাকে। এই কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকরা শীতকালে বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকার সমস্যাকে মরশুমি বেকারত্ব বলা যেতে পারে।

◎ **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব :** কোন দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়মিতভাবে ওঠানামা লক্ষ করা যায়। এই ওঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়ে থাকে। বাণিজ্যচক্রের আবর্তনের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে এবং শিল্পে কখনও তেজী ভাব আবার কখনও মন্দা ভাব দেখা যায়। যখন বাণিজ্যচক্রে তেজী ভাব থাকে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, দামস্তর বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, বেকার সমস্যা কমে আসে। অন্যদিকে যখন বাণিজ্যচক্রে মন্দাবস্থা দেখা দেয় তখন উৎপাদন হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানও হ্রাস পায়। মন্দার সময়ে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য অনেক দ্রব্যসামগ্রী অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে সেই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদকরা উৎপাদন কমিয়ে দেয়। কম করে উৎপাদন করার জন্য কম করে শ্রমিক নিয়োগ করে। এইভাবে মন্দাবস্থার সময় যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় সেই বেকারত্বকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

◎ **সংঘাতজনিত বেকারত্ব :** কোন প্রতিষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে সেই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। সেই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা হয়ত অন্যত্র কাজ পাবে, অন্যত্র হয়ত চাকরি খালিও রয়েছে; কিন্তু চাকরি খুঁজে পেতে কিছু সময় লাগে। এই সময়ের জন্য যে বেকারত্ব দেখা দেয় সেই বেকারত্বকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলা হয়। সংঘাতজনিত বেকারত্ব একটি সাময়িক ঘটনা এবং এটি শুধুমাত্র স্বল্পকালেই দেখা দেয়। দীর্ঘকালে এই ধরনের সংঘাতজনিত বেকারত্ব দেখা যায় না। কোন কাঁচামালের ঘাটতি অথবা যন্ত্রপাতির ভাঙনের ফলে বা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হলেও এই ধরনের সংঘাতজনিত বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। এছাড়া কোন বন্দরে ডক কর্মীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বন্দরে নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত বন্দর শ্রমিকদের বেকার থাকতে হয়। এই ধরনের বেকারত্বকেও সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

◎ **কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব :** দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে বা শিল্পের সংগঠনে বা শিল্পকৌশলে পরিবর্তনের ফলে যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তাকে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ফলে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারত্বকে আমরা কাঠামোগত বেকারত্ব বলতে পারি। অনুরূপভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের কাজে যদি বেশি যন্ত্রপাতি এবং কম শ্রমিক ব্যবহার করা হয় তাহলে বহু সংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এদেরও আমরা কাঠামোজনিত বেকার বা প্রযুক্তিগত বেকার বলতে পারি। শিল্পের কাজে অটোমেশন (automation) চালু করার ফলে যে বেকারত্ব দেখা দেয় সেই বেকারত্বকে এই শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

◎ **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব :** যারা আপাতদৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয় তাদের প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী

বেকার (Disguised unemployment) বলা হয়। দু'ধরনের প্রচ্ছন্ন বেকারের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপিকা মিসেস জোয়ান রবিনসনের মতে উন্নত অর্থনীতিতে মন্দাবস্থাকালে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা দেয়। মন্দাবস্থার সময়ে ধরা যাক কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানে যারা শ্রমিক তারা তাদের স্বাভাবিক কাজ হারিয়েছে। ধরা যাক তারা এখন অন্য কোন পেশাতে নিযুক্ত হয়েছে যেখানে তাদের মজুরি তাদের স্বাভাবিক অবস্থার মজুরি অপেক্ষা কম। যেমন কোন কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকরা সাময়িকভাবে অন্যত্র কম মাইনের কাজে নিযুক্ত হতে পারে অথবা অন্য কোন পেশায় নিযুক্ত হতে পারে। যেমন রিকশা টানতে পারে অথবা কুলির কাজ করতে পারে অথবা ফেরিওয়ালার কাজ করতে পারে। এই সমস্ত কাজে শ্রমিকরা পূর্বের তুলনায় কম মজুরি পাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের লোকেদের কর্মে নিযুক্ত বলে মনে হলেও মিসেস রবিনসনের মতে এদের বেকার বলাই ভালো। এদের তিনি প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলেছেন।

আর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বেকারের কথা অধ্যাপক নার্কসে বলেছেন। অধ্যাপক নার্কসের মতে কৃষিক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে সেখানে যত শ্রমিক স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োজন তার তুলনায় অধিক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। বেশ কিছু শ্রমিককে যদি কৃষি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং যদি কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্তন করা না হয় তাহলেও কৃষির উৎপাদন একই থাকবে। যেসব শ্রমিককে আমরা কৃষির কাজ থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারি কৃষি উৎপাদন অপরিবর্তিত রেখে, সেই সমস্ত কৃষি শ্রমিককে অধ্যাপক নার্কসে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে অভিহিত করেছেন। নার্কসের মতে যে সব শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য অর্থাৎ যারা উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হওয়ার ফলে মোট উৎপাদন বাড়ছে না বা যাদের উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে মোট উৎপাদন কমছে না তাদেরই এই ধরনের প্রচ্ছন্ন বেকার বলা যেতে পারে। যে সমস্ত অনুন্নত অর্থনীতিতে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং যেখানে কৃষিক্ষেত্রের বাইরে কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়নি সেক্ষেত্রে বাড়তি জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করে এবং এর ফলে কৃষিতে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ দেখা দেয়। এইভাবে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়।